ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 85 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৪১ ● কলকাতা ● ১৮ ভাদ্র, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 48

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তার আওয়াজ এত জোরে হোত যে গুহার বাইরে কথা বললে ঠিক শোনাও যেত না। বিভিন্ন প্রকারের পক্ষী, পশু সেখানে জল খেতে আসত। এমনই এক সকাল ছিল। গুরুদেব বললেন, "আমি এইজন্য তোমাকে ঐ জলপ্রপাতের জলের উপর একাগ্রতা করতে বলেছিলাম কারণ জল শুধু শরীরকেই শুদ্ধ করে না, আত্মাকেও শুদ্ধ করে, চিত্তকেও শুদ্ধ করে। আর আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য চিত্তশুদ্ধি অত্যন্ত আবশ্যক। চিত্তশুদ্ধি আধ্যাত্মিক প্রগতিরূপী ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর। চিত্তশুদ্ধি ছাড়া আধ্যাত্মিক প্রগতি সম্ভবই নয়। চিত্তশুদ্ধি না করে আধ্যাত্মিক প্রগতির শুরুই করা যায় না। **ক্রমশঃ**

এবার দাগি শিক্ষকের তালিকায় বিজেপি নেতার ছেলে নাম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- দাগি' শব্দটা সাধারণভাবে চোর বা ডাকাত সম্পর্কেই প্রয়োগ করা হতো। এখন শিক্ষক সম্পর্কেও প্রয়োগ করা হচ্ছে। এটা আমাদের কাছে লজ্জার। এরই মধ্যে নতুন খবরে সকলেই চমকে উঠেছে। এখন পর্যন্ত অযোগ্য শিক্ষকের তালিকায় ছিল শাসক দলের নাম। এবার সামনে আসলো এক বিজেপি নেতার ছেলের নাম। হাইকোর্টের নির্দেশে স্কুল শিক্ষকদের যে 'দাগি'দের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে শাসকদলের ঘনিষ্ঠদের থাকা নিয়ে তোলপাড় বাংলা। বিঁধছেন বিরোধীরা। তবে তার মধ্যেই এবার উলটপুরাণ। সম্প্রতি যে তালিকা প্রকাশ হয়েছে, তাতে জ্বলজ্বল করছে ভাঙড় নারায়ণপুর হাই স্কুলের(ওল্ড সাইট) বাংলার শিক্ষক অতনু মণ্ডলের নাম। অতনু ভাঙড়ের বিজেপি নেতা তথা বর্তমানে বিজেপির যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি অবনী মন্ডলের ছেলে। স্বাভাবিক কারণেই এই খবরে চারিদিকে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কবি দীপক হালদারের জীবনাবসান

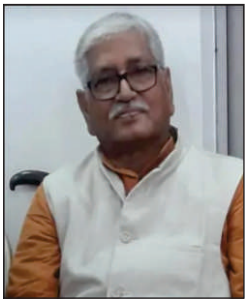

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি প্রয়াত হলেন সত্তর দশকের বিশিষ্ট কবি দীপক হালদার। দীর্ঘদিন তিনি ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। চিকিৎসাও চলছিল নিয়মিত। কিন্তু গত এক সপ্তাহে ক্রমশঃ তাঁর জীবনীশক্তির অবনতি ঘটতে থাকে। অবশেষে ১ লা সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা নাগাদ ডায়মণ্ড হারবারের এক নার্সিং হোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, এক কন্যা, জামাতা, নাতনি ও অসংখ্য গুণগ্রাহীকে।

কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা মন্দিরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক। অবসরের পর ডায়মণ্ড হারবারে নিজ বাড়িতে বসবাস করতেন। সুব্রত ভুঁইয়া, দীপক হালদার ও বলরাম বাহাদুর তিনজনের জুটি এক সময় 'অর্কেস্ট্রা' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে ডায়মণ্ড হারবারে সাহিত্য আন্দোলনে সাড়া ফেলে। তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মগ্ন শিকড়ে একা'। এরপর প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ। বেশ কিছু পুরস্কার স্তও পেয়েছেন। তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ 'পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি পদক' দিয়ে তাঁকে প্রথম স্বীকৃতি জানায়।

তাঁর মৃত্যু সংবাদে ডায়মণ্ড হারবারের সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে শোকের ছায়া নেমে আসে। সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য, প্রধান উপদেষ্টা কামদেব শাসমল, সাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, 'দেশ আমার মাটি আমার' পত্রিকার সম্পাদক তপনকান্তি মণ্ডল, সূর্যতৃষ্ণা-র সম্পাদক ও কবি সন্তোষ কুমার মাজী, আলোর মিছিল পত্রিকার সম্পাদক ও কবি শিল্পী সুব্রত মণ্ডল প্রমুখ শোক ও শ্রদ্ধা জানান। সোমবার দুপুরে ডায়মণ্ড হারবার কালীনগর শ্মশানে তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

ফালাকাটায় চাঁদার জুলুমের অভিযোগ এলেই কড়া পদক্ষেপ নেবে পুলিশ

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

দুর্গা পুজোয় চাঁদা নিয়ে কেউ জুলুম করলেই কড়া পদক্ষেপ নেবে পুলিশ।এমনকি ক্লাব কর্তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে পুজোর অনুমোদনও বাতিল করা হবে বলে জানালো ফালাকাটার পুলিশ প্রশাসন।মঙ্গলবার ফালাকাটার দুর্গা পুজো কমিটি গুলিকে নিয়ে বৈঠক করে পুলিশ।সেখানেই পুজোর নানা গাইডলাইন বলার পাশাপাশি চাঁদার জুলুমবাজি নিয়েও কড়া পদক্ষেপের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়।

জয়গাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দাস বলেন,পুজোর

এরপর ৩ পাতায়

অবশেষে পুলিশের জালে বিজেপি নেতা রাকেশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- পুলিশের সঙ্গে অনেক চোর-পুলিশ খেলে শেষে সহ শনিবার রাতে পুলিশের জালে আসলো কলকাতার বিজেপি নেতা রাকেশ। বিধানভবন ভাঙচুরের অভিযোগে রাকেশ সিং ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। ইতিমধ্য পুলিশ কয়েকজন অনুগামীকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু কিছুতেই রাকেশ সিংকে পাচ্ছিলো না। মঙ্গলবার গভীর রাতে ট্যাংরার একটি ফ্ল্যাট থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাত ২টা নাগাদ ট্যাংরার ওই ফ্ল্যাটে হানা দিয়ে রাকেশকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত সপ্তাহে বিহারে রাহুল গান্ধীর ভোটার অধিকার যাত্রা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রয়াত মাকে কুকথা বলার অভিযোগ ওঠে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নিয়ে একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই রাকেশ সিংয়ের নেতৃত্বে বিধান ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতরে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। রাহুল গান্ধীর ছবিতে কালো কালি লেপা হয়। সবটার নেতৃত্বে ছিল রাকেশ সিং বলেই অভিযোগ।

অভিযোগের তদন্তে নেমে তিনজন বিজেপি কর্মী ও রাকেশ সিংয়ের এক সহযোগীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কিন্তু, পুলিশ রাকেশের খোঁজ পায়নি। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক ভিডিয়ো পোস্ট করতে দেখা যায় বিজেপি এই নেতাকে। সোমবার রাকেশের ছেলে শিবম সিংকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বাবাকে পালাতে সাহায্য করার অভিযোগে শিবমকে গ্রেফতার করা হয়। বিজেপি এই নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করতে না পারায় ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিল কংগ্রেস। অবশেষে অভিযোগ দায়েরের পাঁচদিন পর রাকেশকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ।

(২ পাতার পর)

ফালাকাটায় চাঁদার জুলুমের অভিযোগ এলেই কড়া পদক্ষেপ নেবে পুলিশ

চাঁদা নিয়ে কোনো মতেই জুলুমবাজি করা চলবে না।প্রয়োজনে আমরা ক্লাব কর্তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবো।পুজোর সময় সবাইকেই শান্তি বজায় রাখতে হবে।

ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় বলেন,মাঝেমধ্যেই চাঁদা নিয়ে অভিযোগ আসে।সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে এমনটা যাতে না হয়।এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ বলেন,প্রতিটি প্যান্ডেলে নিজস্ব ভলেন্টিয়ার রাখতে হবে।পাশাপাশি পর্যান্ত সিসিটিভি ক্যামেরাও রাখতে হবে।

ফালাকাটা ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানাগেছে,ফালাকাটা ব্লকে মোট ২১৬টি রেজিস্টার পুজো কমিটি দুর্গাপুজো করে থাকে।তবে এর মধ্যে ১০৬টি পুজো কমিটি সরকারি অনুদান পেয়ে থাকে। ব্লকে সব মিলিয়ে প্রায় ৩৩১টি মতো পুজো হয়।এদিন বেশিরভাগ পুজো কমিটির সদস্যদের নিয়েই প্রশাসন বৈঠক করেন।শান্তিপূর্ণ ভাবে দুর্গা পুজো করার জন্য প্রশাসনের নির্দিষ্ট গাইড লাইন এদিন পুজো কমিটি গুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়।প্যান্ডেলে বা বিসর্জনে কেউ যাতে ডিজে বক্স না বাজান সে বিষয়ে কমিটি গুলিকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(1ম পাতার পর)

এবার দাগি শিক্ষকের তালিকায় বিজেপি নেতার ছেলে নাম

শনিবার রাতে এসএসসি তাদের ওয়েবসাইটে ১৮০৪ জন অযোগ্য শিক্ষকের নাম প্রকাশ করে। পরে অবশ্য আরও দুজনের নাম তাতে সংযুক্ত করে দ্বিতীয় তালিকা পেশ করে এসএসসি। সেখানেই ২০০ ক্রমিক নম্বরে অতনু মণ্ডলের নাম রয়েছে। অতনু ২০১৯ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি ভাঙড় ১ ব্লকের নারায়ণপুর হাই স্কুলে (ওল্ড সাইট) যোগদান করেন বাংলার শিক্ষক হিসাবে। স্কুলে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ছাত্রদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় অতনু। ক্লাস, ছাত্রদের মেলামেশার পাশাপাশি স্কুলের অন্যান্য কাজেও হাত লাগাতেন তিনি। এর আগে হাইকোর্টের নির্দেশে বেতন বন্ধ হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশে কিছুদিনের জন্য বেতন চালু হয়। আবার পরে সুপ্রিম নির্দেশে অতনুর চাকরি চলে যায়।

সাউথ গড়িয়ায় নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য, দু'জন নাবালককে হোমে পাঠানো হল

বেবি চক্রবর্ত্তী, বারুইপুর

সাউথ গড়িয়া অঞ্চলের ওরঞ্চ বুথ, কাটাখাল বাজারের নিকটে এক নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্তরা দু'জনই অষ্টম শ্রেণির ছাত্র বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, নির্যাতিতার পরিবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর বারুইপুর থানায় মামলা রুজু করা হয়। অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে যে অভিযুক্ত দুই নাবালক নৃশংসভাবে নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের পর দু'জনকেই আটক করে কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

ঘটনার পরে এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, অভিযুক্তদের পরিবারের রাজনৈতিক প্রভাব থাকার কারণে বিষয়টি চাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। তবে বারুইপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত আইন মেনেই এগোচ্ছে এবং কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

পুলিশের এক আধিকারিক জানান, "মামলাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। আমরা নির্যাতিতার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছি। অভিযুক্তরা নাবালক হওয়ায় আইন অনুযায়ী তাদের কিশোর আদালতে পেশ করা হবে।"

এদিকে, ঘটনায় রাজনৈতিক রং লাগতে শুরু করেছে। বিরোধী দলের অভিযোগ, শাসকদলের প্রভাবশালী কর্মীদের পরিবারের নাম যুক্ত থাকায় প্রশাসন প্রথমে গড়িমসি করেছে। যদিও শাসকদল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

বর্তমানে নির্যাতিতা চিকিৎসাধীন এবং তার পরিবার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। প্রশাসন জানিয়েছে, ভুক্তভোগীকে কাউন্সেলিং ও সমস্ত আইনি সহায়তা দেওয়া হবে।

'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' কলকাতায় মুক্তি পাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- সাম্প্রতিককালের অন্যতম বিতর্কিত ছবি দ্য বেঙ্গল ফাইলস। এই ছবির ট্রেলার মুক্তি পাওয়ার পরেই তৈরী হয় বিতর্ক। এরপর থেকেই এই ছবি আদৌ বাংলার বুকে মুক্তি পাবে কিনা তা নিয়ে নানা প্রশ্ন জেগেছে সকলের মনেই। এককথায় বলতে গেলে ছবি মুক্তি ঘিরে সিঁদুরে মেঘ দেখেছেন ছবির পরিচালক-কলাকুশলি থেকে শহরের বিভিন্ন সিনেমাহলের মালিকরা। এবার ছবি মুক্তির আগে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' কলকাতায় মুক্তি পাওয়া নিয়ে এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিশেষ আর্জি জানালেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী।

নিজের সোশাল মিডিয়ায় মঙ্গলবার একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি এই ছবি মুক্তির আর্জি জানান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। কী বলেন এদিন এই ভিডিওতে বিবেক? এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি বলেন, "আপনি ভারতীয় সংবিধান মেনে শপথ নিয়েছেন। তাই নাগরিকের বাক স্বাধীনতাকেও আপনার সুরক্ষিত করতে হবে। আমার এই ছবি সেন্সর বোর্ড থেকে পাস সার্টিফিকেট পেয়েছে ইতিমধ্যেই। তাই 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস', যাতে শান্তিপূর্ণভাবে মুক্তি পায় বাংলার প্রতিটা সিনেমাহলে তা সুনিশ্চিত করা আপনার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।

সম্পাদকীয়

তুলোর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সংক্রান্ত কর্মসূচির প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং

নতুন দিল্লিতে ২ সেপ্টেম্বর এর উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে পয়লা অক্টোবর শুরু হতে চলা ২০২৫-২৬ খরিফ মরশুমে তুলোর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সংক্রান্ত কর্মসূচির প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র মন্ত্রকের সচিব নীলম শামি রাও সহ উচ্চ পদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

শ্রী গিরিরাজ সিং বলেন, তুলো চাষীদের স্বার্থরক্ষায় সরকার দায়বদ্ধ। সরকারি ক্রয় ব্যবস্থা বিঘ্নহীন করে তোলা হবে। ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার আরও প্রয়োগের মাধ্যমে সমৃদ্ধ তুলো পরিমন্ডল গড়ে তোলা হবে বলেও তিনি জানান।

সরকারের ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি অনুযায়ী বর্তমানে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকদের পণ্য কেনার প্রক্রিয়াটি বর্তমানে অনেকটাই ডিজিটাল এবং মুখাবয়বহীন। প্রক্রিয়াটি আরও কৃষককেন্দ্রিক করে তুলতে ক্রয় কেন্দ্র গঠনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিধি জারি হয়েছে। তুলো চাষের এলাকা, সমবায়ের মাধ্যমে মজুত ব্যবস্থা, প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা প্রভৃতির লভ্যতা অনুযায়ী এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। যেসব রাজ্যে তুলো উৎপাদন বেশি হয় সেখানে এবার রেকর্ড ৫৫০ টি ক্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এবছরের মরশুম থেকেই কৃষকদের আধারভিত্তিক স্বনিবন্ধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কাজে সহায়ক হয়ে উঠবে নতুন 'কাপাস – কিষাণ' মোবাইল অ্যাপ। সরাসরি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যাবে। এসএমএস মারফৎ তা জানিয়েও দেওয়া হবে।

অভাব অভিযোগের নিরসনের জন্য প্রতিটি কৃষি সমবায় বিপণন কেন্দ্রে স্থানীয় নজরদারি কমিটি গড়ে তোলা হবে। এছাড়াও থাকছে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় স্তরে হেল্পলাইন।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(একাদশ পর্ব)

জন্য এখানে আসতেন।

এরপর থেকে ৩০০ বছর কালীঘাট বা গঙ্গার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

এরপর কালীঘাট সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া গেল ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের রচিত 'মনসা মঙ্গল' কাব্য থেকে। জানতে পারছি কলিকাতা, বেতোড়, কালীঘাট সম্বন্ধে কিছু কথা। চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য তরী ভাগলপুর থেকে সাগরের দিকে চলেছে। তরী বাইতে বাইতে কয়েকদিন বাদে নানা গ্রাম গঞ্জ পার হয়ে তাঁরা পৌঁছলেন চিৎপুরে। দুপুরে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে বেতড়ে (বর্তমান শিবপুর)

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সব রাজ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির নির্দেশ অমিত শাহর দপ্তরের

বেবি চক্রবর্তী: দিল্লী

আবার সামনে চলে এসেছে অনুপ্রেবাশকারী তত্ত্ব। ফলে গন্ডগোল তৈরী হচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্য ও অবিজেপি শাসিত রাজ্যের মধ্যে। অবৈধভাবে ভারতে বসবাসকারী বিদেশিদের নিজের দেশে ফেরত পাঠানোর আগে তাঁদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে রাখতেই ডিটেনশন শিবিরে পাঠানো হবে। সম্প্রতি পাশ হওয়া অভিবাসন ও বিদেশি আইন, ২০২৫-র পরিপ্রেক্ষিতে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, কোনও সন্দেহভাজনকে ডিটেনশন সেন্টারে পাঠাতে পারবে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল। যদি ওই সন্দেহভাজন বিদেশি দাবি করেন যে তিনি বিদেশি নন। তারপরও এই নিয়ে কোনও প্রমাণ দাখিল করতে না পারেন কিংবা আদালত থেকে এই নিয়ে জামিনের ব্যবস্থা না করতে পারেন, তবে তাঁকে ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো হবে।

প্রত্যেক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে ডিটেনশন সেন্টার তৈরি জন্য বলল অমিত শাহের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। অবৈধভাবে ভারতে বসবাসকারী বিদেশিদের নিজের দেশে ফেরত পাঠানোর আগে ওই ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হবে। আর এর জন্য ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হল। গত কয়েকমাস ধরে দেশজুড়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ধরতে অভিযান চলছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে। আর এই অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতেই ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের হেনস্থার অভিযোগ উঠছে। তৃণমূলের অভিযোগ, বাংলাভাষায় কথা বললেই ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের ধরে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হচ্ছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

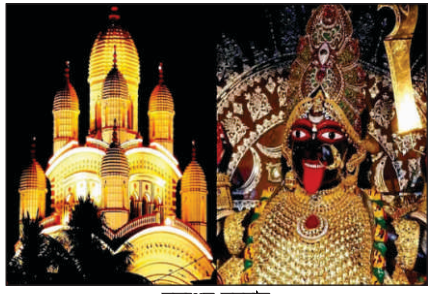

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বুদ্ধকপাল।। সাধনমালায় লিখিত একটি বচন হইতে জানা যায় যে, যখন হেরুক তাঁহার শক্তি চিত্রসেনার সহিত সম্মিলিত হন তখন তাঁহার নাম হয় বুদ্ধকপাল। কাজেই বুদ্ধকপাল হেরুকেরই যে একটি মূর্তিভেদ সে সম্বন্ধে সন্দেহের আর অবকাশ থাকে না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

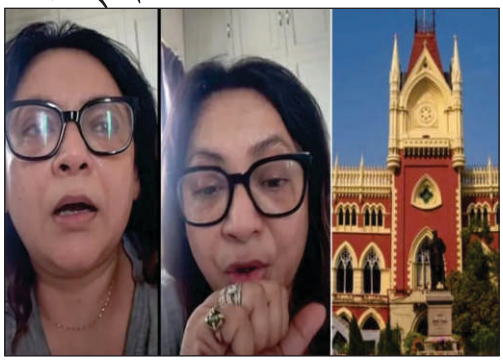

কলকাতা:- শ্রীলেখা মিত্র কোনো রাখ-ঢাক করে কথা বলেন না। তিনি স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করে বলেন। আর তিনি নিজেকে বামপন্থী বলেন। প্রয়োজনে সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করেন। স্বাভাবিক কারণেই শাসক দলের রোষের মুখে পড়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়ছে। তাঁর বাড়ির সামনের অংশ পোস্টার ব্যানারে ঘিরে ফেলা হয়েছে। সামাজিকভাবে বয়কট করে হেনস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। মামলা দায়েরের অনুমোদন কলকাতা হাইকোর্টের। মামলা দায়ের হলে আগামী সপ্তাহে শুনানের সম্ভাবনা। সম্প্রতি সরকার বিরোধী এবং শাসক দল বিরোধী বেশ কিছু মন্তব্য ও কাজের জন্য তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়েছে বলে দাবি করেন অভিনেত্রী। এর মধ্যেই নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিনেত্রী।

তিলোত্তমা বিচারের দাবিতে গত ৯ অগস্ট পথে নেমেছিলেন অভিনেত্রী। এক বছর পরও কেন বিচার পেলেনা না তিলোত্তমার বাবা-মা, সে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এক্ষেত্রে কেবল রাজ্যের শাসকনেত্রীকেই নয়, কেন্দ্র সরকারকেও এক যোগে বিঁধেছিলেন নেত্রী। প্রশ্ন তুলেছিলেন সিবিআই-এর ভূমিকা নিয়ে। শ্রীলেখা বলেছিলেন, "বিজেপিকে জিজ্ঞেস করুন, যে সিবিআই কী করছে? শুভেন্দু অধিকারীকে জিজ্ঞেস করুন, সিবিআই কী করছে? তাঁর তো জানার কথা।" অভিযোগ, তারপর থেকেই বিভিন্নভাবে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন শ্রীলেখা। তাঁকে বয়কটের ডাক দিয়ে ব্যানার পড়ছে। বেহালার সোদপুরে অভিনেত্রীর বাড়ির সামনে পড়ে ব্যানার। সমাজ মধ্যেমেও তাঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

CAA নিয়ে বড় সংশোধনী কেন্দ্রের - চালু হয়ে গেলো নতুন বিধি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লী:- অনেকদিন আগেই সংসদে নয়া বিল অনুমোদন করা হয়েছে। এবার তা প্রয়োগে উদ্যোগ নিলো অমিত শা। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ-তে বড় সংশোধনী আনল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পুরনো নির্দেশিকা অনুযায়ী ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ থেকে যে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, খ্রিস্টানরা ভারতে ধর্মীয় কারণে ঢুকেছেন, তাঁরা সবাই সিএএ-তে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। সোমবার রাতে নয়া বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সেই বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের সময় দশ বছর বাড়িয়ে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ থেকে যে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, খ্রিস্টানরা ভারতে ধর্মীয় কারণে ঢুকেছেন, তাঁরা সবাই সিএএ-তে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। স্বাভাবিক কারণেই এই বিল নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল বিরোধী 'ইন্ডিয়া'জোট। তবে সংখ্যা গরিষ্ঠতার কারণে শাসক বিজেপি তা পাশ করিয়ে নেয়।

আজ থেকেই মুরলীধর সেন লেনের দরবারে কর্মীদের সমস্যার সমাধানে শমীক ভট্টাচার্য

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

বিজেপির রাজ্য অফিস কোনটা? দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যঅফিস মুরলীধার সেন লেনে। কিন্তু সম্প্রতি ল্লটলেকে বিজেপি একটি অফিস করে। সেখান থেকেই সমস্ত কাজ পরিচালনা হচ্ছিলো। এবার বুধবার থেকেই রাজ্য বিজেপির পুরনো সদর দফতরে 'কর্মী দরবার' শুরু করে দিচ্ছেন সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ৬ নম্বর মুরলীধর সেন লেনের অফিস থেকে রাজ্য বিজেপির সদর দফতর কয়েক বছর আগেই সরে গিয়েছে বিধাননগরের সেক্টর ফাইভে। কিন্তু নথিপত্রে উল্লেখিত অনুযায়ী রাজ্য বিজেপির সদর দফতরের ঠিকানা এখনও মুরলীধর সেন লেনেই। আগেই শোনা গিয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসের

শুরুর দিন থেকে বিজেপির মুরলীধর সেন লেনের দফতরে বসে দিনের নির্দিষ্ট সময়ে কর্মীদের সঙ্গে জনসংযোগ সারবেন সমস্যা শুনবেন এবং সমাধানের পথ বাতলে দেবেন রাজ্য সভাপতি। তবে দলীয় কর্মসূচি এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক থাকার কারণে দিন বদল করে বুধবার অর্থাৎ আজ থেকেই মুরলীধর সেন লেনের দরবারে কর্মীদের সমস্যার সমাধানে শমীক ভট্টাচার্য। কর্মীদের কথা সরাসরি শোনার জন্য শমীক ভট্টাচার্য সপ্তাহে এক দিন করে পুরনো সদর দফতরে বসবেন বলে খবর ছিল আগেই। শমীকের এই প্রকল্পের পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছিল 'কার্যকর্তা বন্ধুদের দরবার'। ১ সেপ্টেম্বর থেকে শমীক এই কর্মসূচি শুরু করবেন বলেই দলীয় সূত্রে খবর ছিল এবং প্রতি সপ্তাহে এক দিন করে পুরনো রাজ্য দফতরে বসবেন বলে বিভিন্ন পোস্টে লেখা হয়েছিল। কিন্তু দলের নতুন রাজ্য কমিটি এখনও গঠিত হয়নি। পুরনো দফতরের মেরামতিও শেষ হয়নি। তাই সেপ্টেম্বরের শুরুতেই শমীক এই 'কর্মী দরবার' শুরু করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। তবে বিজেপি সমাজমাধ্যমে জানিয়েছে শমীকের কর্মসূচির কথা। সেখানে লেখা হয়েছে, 'রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য আগামী ৩ সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ আজ বুধবার দুপুর ২টোয় রাজ্য বিজেপির প্রধান কার্যালয় ৬, মুরলীধর সেন লেনে উপস্থিত থাকবেন।

কোবরা জওয়ানদের সম্বর্ধিত করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ নতুন দিল্লিতে কারেগুট্টালু পাহাড়ে সফল 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট'-এ যুক্ত সিআরপিএফ, ছত্তিশগড় পুলিশ, ডিআরজি এবং কোবরা জওয়ানদের সম্বর্ধিত করেছেন। এই অনুষ্ঠানে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিষ্ণু দেও সাঁই এবং উপ মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিজয় শর্মাও উপস্থিত ছিলেন।

নকশাল বিরোধী সবথেকে বড় অভিযান অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য শ্রী শাহ জওয়ানদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নকশাল প্রতিরোধী অভিযানের ইতিহাসে এই জওয়ানদের সাহস ও শৌর্যের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতকে নকশাল মুক্ত করে তোলা হবে। যতদিন না পর্যন্ত নকশালরা আত্মসমর্পণ করছেন, অথবা ধরা পড়ছেন ততদিন মোদী সরকার বিশ্রাম নেবে না। আইইডি বিস্ফোরক, প্রবল গরম সহ প্রতি পদে পদে বিপদ থাকা সত্ত্বেও অদম্য মানসিকতায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা নকশালদের মূল ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। তারা নকশালদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীর সরবরাহ শৃঙ্খলটিকে ভাঙতে পেরেছেন।

শ্রী শাহ বলেন, দেশের উন্নয়ন যাত্রায় নকশালরা যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। তারা স্কুল এবং হাসপাতাল বন্ধ করতে বাধ্য করেছে। বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের সুবিধা যাতে মানুষের কাছে না পৌঁছয় তার জন্য নানা ধরনের নাশকতামূলক কাজ চালিয়ে গেছেন। বর্তমানে নকশাল প্রতিরোধী অভিযানের ফলে পশুপতিনাথ থেকে তিরুপতি পর্যন্ত ৬ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের জীবনে নতুন সূর্যোদয় হয়েছে। ২০২৬-এর ৩১ মার্চের মধ্যে দেশকে নকশাল মুক্ত করতে মোদী সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কর্মা পূজা উপলক্ষ্যে সকলকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কর্মা পূজা উপলক্ষ্যে আদিবাসী সম্প্রদায় সহ সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। "ভাই ও বোনের অটুট ভালোবাসার প্রতীক এই উৎসব। প্রকৃতিকে আরাধনা করার বিশেষ মাহাত্ম্য এখানে প্রকাশিত হয়"।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেনঃ "কর্মা পূজা উপলক্ষ্যে আদিবাসী সম্প্রদায় সহ সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানাই। ভাই ও বোনের অটুট ভালোবাসার প্রতীক এই উৎসব। প্রকৃতিকে আরাধনা করার বিশেষ মাহাত্ম্য এখানে প্রকাশিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সকলের সুখ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আসুন, আমরা সকলে মিলে পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্যোগী হই"।

সিনেমার খবর

১০ দিনে কত আয় করল ‘ওয়ার ২’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এই প্রথম একসঙ্গে পর্দায় হৃত্বিক রোশান ও জুনিয়র এনটিআর। পর্দায় এই জুটি ঝড় তুলবে বলেই আশা করেছিলেন দর্শকরা। সেই সঙ্গে গোটা দেশে দারুণ ব্যবসারও স্বপ্ন দেখেছিলেন নির্মাতারা। কিন্তু, তেমনটা হল কই?

মুক্তির সপ্তাহান্ত কাটতেই প্রেক্ষাগৃহে ভরাডুবি। পর্দায় আশানুরূপ ম্যাজিক দেখাতে পারেনি হৃত্বিক রোশান, কিয়ারা আদভানী ও জুনিয়র এনটিআর অভিনীত ছবিটি। যেভাবে ব্যবসা পড়ছে এই ছবির, তাতে সমালোচকেরা মনে করছেন, খুব শিগগিরই প্রেক্ষাগৃহ ছাড়তে বাধ্য হবে ‘ওয়ার ২’।

গত ১৪ আগস্ট মুক্তি পায় সিনেমাটি। তবে মুক্তির আগেই, প্রচার ঝলক প্রকাশের সময় থেকেই সমালোচনার শিকার এটির ভিএফএক্স নিয়ে। মুক্তির পর, দর্শকের মতে অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবির চিত্রনাট্যও দুর্বল। ১০ দিন পর মোট আয়ের পরিমাণ কত?

দর্শকের উচ্চ প্রত্যাশায় খানিক জল ঢেলেছে এই ছবি, মত একাধিক অনুরাগীর। ফলে, শুরুটা ভাল হলেও, ধীরে ধীরে নিম্নমুখী ব্যবসা। যদিও হিসাব বলছে, দ্বিতীয় শনিবার ব্যবসায় খানিকটা উন্নতি হয়েছে।

একাধিক ‘ট্রেড ট্র্যাকিং’ সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, মুক্তির পর প্রথম সোমবারই মুখ থুবড়ে পড়ে ‘ওয়ার ২’। ব্যবসার পরিমাণ ছিল মাত্র ৮.৭৫ কোটি, যেখানে রবিবারই প্রায় ৩২.৬৫ কোটি টাকা ঘরে তুলেছিল ছবিটি। তবে সেই সোমবার থেকেই এক বারও দুই অঙ্কের ঘর ছুঁতে পারেনি ছবির ব্যবসা। দ্বিতীয় শুক্রবার, সবচেয়ে কম ব্যবসার রেকর্ড করে এই ছবি, আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪ কোটি। তবে শনিবার ফের একটু মাথা তুলে তাকায় হৃত্বিক-কিয়ারা জুটির ছবি। আয়ের পরিমাণ পৌঁছোয় ৬.২৫ কোটিতে। যার ফলে মোট ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৪.৭৩ কোটি।

মৃত নই, বেঁচে আছি– প্রমাণে থানায় বলিউডের রাজা মুরাদ

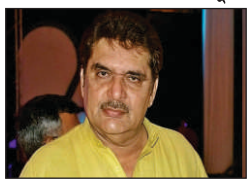

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা রাজা মুরাদ এবার থানার দ্বারস্থ হয়েছেন জীবিত থাকার প্রমাণ দিতে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর মৃত্যু নিয়ে ভুয়া খবর ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। এক পর্যায়ে ৭৩ বছর বয়সী এই অভিনেতা নিজেই বিরক্ত হয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন।

সংবাদমাধ্যম এএনআইকে রাজা মুরাদ বলেন, এক নেটিজেন তাঁর জন্মতারিখের পাশাপাশি ভুয়া মৃত্যুদিন উল্লেখ করে পোস্ট দেন। শুধু তাই নয়, সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনও করা হয়। এই খবর মুহূর্তেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন পান তিনি। রাজা মুরাদের ভাষায়, “আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে সবাইকে বলতে বলতে যে আমি বেঁচে আছি।”

অভিনেতা জানান, এটি খুবই গুরুতর বিষয়। তিনি পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন এবং পুলিশ তাঁকে এফআইআর দায়েরের আশ্বাস দিয়েছে। পাশাপাশি অভিযুক্তকে খুঁজে বের করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন।

রাজা মুরাদ আরও বলেন, “শুধু আমি নই, অনেক তারকার জীবন নিয়েই এমন ভুয়া মৃত্যু সংবাদ ছড়ানো হয়। এটা অন্যায়, এদের শাস্তি হওয়া উচিত।”

উল্লেখ্য, রাজা মুরাদ হিন্দি, ভোজপুরি ও একাধিক ভাষার প্রায় ২৫০টিরও বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। নব্বইয়ের দশকে খলনায়ক চরিত্রে ছিলেন দর্শকদের কাছে ভীষণ জনপ্রিয়। বর্তমানে তিনি অভিনয় থেকে দূরে, ক্যামেরার আড়ালেই জীবন কাটাচ্ছেন।

‘কেউ থালায় খাবার সাজিয়ে দেবে না’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলা হয় যে, বলিউডে নিজের জায়গা পাকা করতে ‘বহিরাগত’দের বেশি বেগ পেতে হয়। কৃতি সেনন হচ্ছেন সেই তালিকার অন্যতম, যিনি ‘ফিল্মি’ পরিবারের না হয়েও হিন্দি সিনেমার দুনিয়ার প্রথম সারিতে জায়গা করে নিয়েছেন, পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী স্বীকার করে নেন যে, এই ইন্ডাস্ট্রিতে বাইরে থেকে এলে একাধিক প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

বলিউডে নিজের জায়গা তৈরি করা, বিখ্যাত হওয়ার স্বপ্ন অনেকেই দেখেন। শোনা যায়, বলিউড সিনেমার সঙ্গে যুক্ত এমন পরিবারের সন্তান ছাড়া বাকিদের নিজেদের জায়গা পাকা করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

সম্প্রতি সেই প্রসঙ্গে কৃতি বলেন, আপনার মধ্যে সত্যি সেই খিদেটা থাকতে হবে। এর কোনো সহজ রাস্তা নেই। কোনো কিছুই সহজে পাওয়া যায় না, আপনাকে কেউ এমনি এমনি সুযোগ দেবে না। কঠিন পরিশ্রম করতে হয় সেই রাস্তা তৈরি করতে। তবে সবচেয়ে জরুরি হলো, হার মানা যাবে না। বিশেষ করে যদি সিনেদুনিয়ার মানুষ না হন, কেউ তাদের থালায় সাজিয়ে সুযোগ দেবে না।

কৃতি বলেন, উৎসাহে জল ঢালার জন্য অনেকেই চেষ্টা করবেন। খুঁত খুঁজে বার করা হবে, স্বপ্ন দেখতে বারণ করা হবে, ‘কানেকশন’ অপরিহার্য বলে অনুৎসাহিত করা হবে।

তিনি বলেন, আপনার ভুলগুলো সকলেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে। কিন্তু কেউ বলবে না যে, আপনার দ্বারাও সম্ভব। সেটা একমাত্র নিজেই নিজেকে বলতে পারবেন।

২০১৪ সালে ‘হিরোপন্তি’ সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন কৃতি। এর পর ‘দিলওয়ালে’, ‘বরেলী কি বরফি’, ‘মিমি’র মতো অজস্র সফল সিনেমা বলিউডকে উপহার দিয়েছেন। ২০২২ সালেই ‘মিমি’ সিনেমার জন্য সেরা অভিনেত্রী হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পান তিনি। তারকা পরিবারের মেয়ে নন তিনি, নিজের চেষ্টায় সফল হয়েছেন। কাজের প্রতি একাগ্রতা, আবেগ ও ধৈর্য থাকতে হবে, তাহলেই সঠিক সময় সাফল্য আসবে, মত অভিনেত্রীর।

তিনি বলেন, নিজেকে তৈরি করে যেতে হবে। আমি মনে করি সেটাই সবচেয়ে জরুরি। সাফল্যের স্বাদ পাওয়ার আগেই ভেঙে পড়লে চলবে না। হয়তো নিজেকে আরও ভালো করতে হবে, সেই কারণে বেশি সময় লাগবে। সঠিক সময়ে সাফল্য আসবেই, সেই কথা দিতে পারি। কিন্তু আপনাকেও লেগে থাকতে হবে।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে সংযত থাকার আহ্বান ওয়াসিম আকরামের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পিচে উত্তাপ, কিন্তু এর বাইরে যেন আমরা শান্ত থাকি এশিয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় দ্বৈরথের আগে পাকিস্তানি কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আকরাম এ বার পাঠিয়েছেন এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা।

এশিয়া কাপে দুবাইয়ে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ভারত-পাকিস্তান। সূচি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, গ্রুপ পর্বের পর সুপার ফোর কিংবা ফাইনালে তাদের উন্মুক্ত সম্ভাবনাই রয়েছে নতুন দ্বৈরথের।

ভারত-ঠাসা কাশ্মীরের পেহেলগামে গত এপ্রিলের ২৬ জন নিহতের ত্রাস যে ঘটনা দুই দেশকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সংঘর্ষে তার শেকলে নাড়িয়ে দিয়েছে ক্রিকেটেও উত্তেজনার তাপ। আর সে পূর্বোক্তির প্রেক্ষাপটে, আকরামের আবেদন এসেছে স্বপ্নের মতো সরল: ব্যক্তিগত আবেগ থাকবে, কিন্তু সংযত থেকো।

টেলিকম এশিয়া স্পোর্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আকরাম বলেন, "আমি নিশ্চিত, ম্যাচগুলো দারুণ উপভোগ্য হবে... তবে আশা করি, খেলোয়াড় আর সমর্থক সবাই সংযত থাকবে এবং কেউ সীমা অতিক্রম করবে না।"

তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, "ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ দেখে। ভারতীয়রা যেমন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন, পাকিস্তানি ভক্তরাও তেমন। আবেগ থাকবে, তবে সংযতও থাকতে হবে।"

ক্রিকেটীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আকরাম মনে করেন, সাম্প্রতিক ফর্মের ভিত্তিতে ভারতের সাফল্যের সম্ভাবনাই বেশি। তবে শেষ কথা চাপ সামলাতে পারে যে দল, সেই দলে।

আর পাকিস্তানি দলে আস্থা জানিয়ে তিনি এক আবেগমিশ্রণ মন্তব্যও করেন, "ব্যক্তিগতভাবে আমি বাবর আজমকে খেলতে দেখতে চেয়েছিলাম... যেহেতু তিনি নেই, তরুণদেরই দায়িত্ব নিতে হবে।"

এ ছাড়াও আকরাম এটাও চানভারত-পাকিস্তানের একটি টেস্ট সিরিজ ফিরে আসুক, "দুই দেশের সমর্থকদের জন্য এটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত হবে।"

এশিয়া কাপে ভারতের অভিযান শুরু ১০ সেপ্টেম্বর, স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে। অপরদিকে, পাকিস্তানের খেলা শুরু হবে ১২ সেপ্টেম্বর ওমানের বিপক্ষে।

বাবর-রিজওয়ান বাদ, পিসিবি চেয়ারম্যান জানালেন ব্যাখ্যা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এশিয়া কাপ ২০২৫-এর পাকিস্তান দল ঘোষণার পর থেকেই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। কারণ স্কোয়াডে জায়গা হয়নি দুই তারকা ক্রিকেটার বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান-এর। তবে এ বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান জানিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান মোহসিন নকভি।

গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে নকভি বলেন, "খেলোয়াড় নেওয়া বা বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমার ১ শতাংশও ভূমিকা নেই। নির্বাচক কমিটি ও উপদেষ্টা প্যানেল দীর্ঘ আলোচনার পরই দল চূড়ান্ত করেছে।"

২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে নিয়মিত পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করলেও গত বছরের ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের পর থেকে আর টি-টোয়েন্টি দলে দেখা যায়নি বাবর-রিজওয়ানকে।

নির্বাচকদের মূল লক্ষ্য আগামী বছরের বিশ্বকাপ সামনে রেখে তরুণদের গড়ে তোলা বলে জানান নকভি।

তিনি আরও বলেন, "আমি নির্বাচকদের কেবল নির্দেশ দিয়েছি যোগ্যতার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে। আমাদের লক্ষ্য তরুণ প্রতিভা খুঁজে বের করা এবং প্রতিযোগিতা বাড়ানো।"

রিজওয়ানের ওয়ানডে অধিনায়কত্ব নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এ প্রসঙ্গে নকভি জানান, নির্বাচকেরা কোচের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

২০২৪ সালের অক্টোবরে রিজওয়ান বাবরের কাছ থেকে অধিনায়কত্ব পান। প্রথমে তিনটি সিরিজ জিতলেও ঘরের মাঠে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেয় পাকিস্তান—যা তার নেতৃত্বের বড় ব্যর্থতা হিসেবে ধরা হচ্ছে।

এশিয়া কাপ ও ত্রিদেশীয় সিরিজের পাকিস্তান স্কোয়াড:

সাইম আইয়ুব, ফখর জামান, সালমান আলি আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, হারিস রউফ, হাসান আলি, হাসান নওয়াজ, হোসেন তালাত, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ নওয়াজ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সাহিবজাদা ফারহান, সালমান মির্জা, শাহীন শাহ আফ্রিদি, সুফিয়ান মুকিম।

ইনজুরিতে এক বছরের জন্য মাঠের বাইরে অস্ট্রেলিয়ান পেসার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পিঠের ইনজুরির কারণে আগামী এক বছরের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেলেন অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট বোলার ল্যান্স মরিস। এ বছরের শেষে অ্যাশেজ সিরিজে অস্ট্রেলিয়া দলে তার সুযোগ পাওয়া অনেকটাই নিশ্চিত ছিল।

২৭ বছর বয়সী মরিস অস্ট্রেলিয়া দলে বেশ কয়েক বছর ধরেই যাওয়া-আসার মধ্যে রয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজে তিনি অস্ট্রেলিয়া দলে ছিলেন। কিন্তু পিঠের ইনজুরিতে পড়ে শেষ মুহূর্তে তিনি দল থেকে বাদ পড়েন। পরবর্তীতে তার স্ক্যান রিপোর্টে হাড়ের সমস্যা ধরা পড়ে।

মরিস জানিয়েছেন তিনি অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, 'আমি মনে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে আমি ইনজুরি থেকে পুরোপুরি সুস্থ হতে পারবো। পার্থ স্কোরচার্স, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া ও অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের হয়ে ভবিষ্যতে আরো বহুদূর যেতে হলে এটাই সেরা সিদ্ধান্ত। অন্যান্য যে কয়জন খেলোয়াড় এই একই ধরনের সমস্যায় পড়েছিল তাদের কাছ থেকেও আমি আত্মবিশ্বাস পেয়েছি। তারা সেরা ভাবেই দলে ফিরে এসেছে। পুরো পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় আমি কঠোর পরিশ্রম করবো ও সঠিক সময়ে দলে ফিরে আসবো।'

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে আগামী ১২ মাস অন্তত তাকে বিশ্রামে থাকতে হতে পারে। এতে করে এ্যাশেজে তার অভিষেকের অপেক্ষা আরো বাড়লো।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে প্যাট কামিন্স, মিচেল মার্শ, জস হ্যাজেলউড ও স্কট বোল্যান্ডের পর সম্ভাব্য পঞ্চম পেসার হিসেবে মরিসই সেরা পছন্দ হতে পারতেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR